দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG 15.1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ... ৩ ...

270

## প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালক সমীপে

সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি সংবাদ আমাদের মনে বেশ আশার সঞ্চার করেছে। উক্ত সংবাদে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ বিসিএস পরীক্ষার পর সর্বাপেক্ষা কম দুর্নীতিমুক্ত সরকারি নিয়োগ হচ্ছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ। বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এক্ষেত্রে ঘুস/দুর্নীতি ছাড়া অনেক গরিব এবং নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা মেধার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছে। এ মেধাবী শিক্ষকদের অধিকাংশই ডিগ্রি পাস। শিক্ষকতা একটি সৎ এবং মহৎ পেশা বিধায় আমাদের মধ্যে নিম্নবিত্ত ছাত্রদের এর প্রতি একটা আলাদা আকর্ষন রয়েছে। আমরাও যারা ১৯৯৮ সালে ডিগ্রি পরীক্ষায় (নিয়মিত/অনিয়মিত) অংশগ্রহণ করেছিলাম একটা বিরাট আশা ছিল যে, এ বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় আবেদন করতে পারবো। কিন্তু ফলাফল দেরিতে প্রকাশ হওয়ায় হাজার হাজার ছাত্র যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্প্রতি ডিগ্রি পাস করেছি শুধু ডিগ্রি'র সার্টিফিকেটের উত্তোলনের সময়ের অভাবে আবেদন করতে পারছি না। ফলে আমাদের মধ্যে হতাশার জন্ম নিয়েছে এবং অনেকের সরকারি চাকরির আবেদন করার বয়সও চলে যাচ্ছে।

তাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১২ই আগস্ট হতে আরো অন্তত এক মাস বাড়ানোর জন্যে প্রার্থনা করছি।

সমীর, লিপ্টন, সাধন
দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।